দৃষ্টিপাতে

প্রীতি সান্যাল, ২১ জুলাই, ২০০৬

দৃষ্টিপাতে ঘৃণা জন্ম নেয়
মাটির নীচ থেকে উঠে আসে অশনি সংকেত
ওপরে এখন বুলেটের হুটোপাটি খেলা খেলা
প্রখর রোদ্দুরে আগুনে বোমায় মধ্যপ্রাচ্য জ্বলে যায়
দূর থেকে দেখি
সময়ের গলায় জড়ানো হিংসার চাদর।

কতো যুগ ধরে কতোভাবে মানুষ ধর্ষণ করে চলেছে এ পৃথিবী
বেয়নেটের সুঁচোলো ডগায় মাটি ছেঁড়ে খোঁড়ে
বোমায় ভেঙে চুরমার করে পাহাড় পাথর
জমে ওঠা মৃতের পাহাড় তার নীচে কবর দিয়েছে তাকে
বাতাসে ওড়ালো ভয়ের কালো ঝড়।
ওদের দৃষ্টিপাতে জান্তব গর্জন
স্মৃতির দেওয়ালে তান্ডবের ঘাম জমে
তিন পা এগোনো দু পা পেছোনো নতুন কিছু নয়
সেই একই জানোয়ারি খেলা
কেঁদে বলি ছেড়ে দাও পেটের অন্য প্রান্তে রক্তের শিরায় নৌকা ডোবে
সকলের লাল রক্তে ভিজে যায় মাটি
চারদিকে হাহাকার হাসি বেজে যায়
পাগলামি আমাদের নিঃশ্বাস চাপা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে
ঘৃণার দৃষ্টিপাত বরফ গলিয়ে নদীতে মেশায় যুদ্ধের হিংসা গরল।

হয়তো আগামী কাল সব ধুয়ে মুছে জ্বলে উঠবে আগুন আলপনা
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা শব্দগুলো গোটা পৃথিবীতে আবার
নতুন আলোয় আঁকা হোক।

(কৃত্তিবাসে প্রকাশিত)

কিংবদন্তিতে ভালবাসা

এম এস রহমান রুবী

ভালবাসার বাগানে ফুলের নিতান্তই কৌতুহলে
যেখানে অঞ্জনা, গঞ্জনা, আরাধনা আর বিড়ম্বনার সমাগম।
ফুলের কদর যতই হউক না কেন
কলিতেই যেন তার স্বস্তি
আদরে কিম্বা অনাদরেই উক
ফুটন্ত ঝরবে তার আপন সত্ত্বায়
আঙ্গিক রূপ রূপকার যেমন সাজায় রূপের মাধুরীতে ঝর্নার স্রোতে
তেমনি প্রত্যয় যতই দৃঢ় হউক
আপন সত্ত্বাকে হারাতে নয়।
সত্ত্বাকে হারিয়ে প্রত্যয় যেন
নিঃসঙ্গতার বিনাশ ও বিন্যাসে
জীবনকে যদি সত্ত্বার অন্তরালে
কিংবদন্তির জীর্ণতায় সমর্পিত হয় অন্তিম মুহূর্তে
জীবন যেন জীর্ণতার অভিসারে
অবিনশ্বর ছায়াতলে বিকিয়ে
অভিনব ধারায় বিকিরণের প্রত্যাশায়
প্রতিবিম্বেরই প্রতিফলন।
অক্ষত বঞ্চনা পদদলিত
কোন ভালবাসাকে জয় যেন
নীতির সর্বশান্ত সমাধি।
সেই সমাধির চিতার ছাই
এক রিক্তনীতিতে রক্তাক্ত।

চিরকুট

আরিফ রানা

চিরকুট-১

কিভাবে বললে কথা,
কথা হয়ে ওঠে,
কি সুরে বাজালে বীনা,
মূর্ছনা হয় তবে।

চিরকুট-২

চুপ করে থাকলে বসে,
কথা শুনতে চাও,
বলতে শুরু হলে কথা,
আগ্রহ উধাও।

চিরকুট-৩

হাওয়ার ঝাপতালে
এ ডালে ওডালে বসে,
পাখী আজ বড় ক্লান্ত
রোদ্দুর হেসে বলে
বাউল পাখীটা কেন শান্ত।

চিত্তে আঁকা ছবি

মোস্তফা হাসান

অবরুদ্ধতা থেকে দিগন্তে
আমাদের সন্ধি মোহনা,
স্মৃতিতে হাজার মুখের মিছিলে
উদ্ভাসিত অবয়ব।
সময় বিদ্রুপ করে,
ফিরে যাই অজানা আশায়,
তবু তন্দ্রার ডুব সাঁতারে
ভেসে উঠে প্রিয় মুখ।
প্রেমের কাব্যসম্ভারে
বুদ হয়ে অন্ধকারের কুহেলিকায়
আবর্তিত প্রেম-অপ্রেমের
বিচিত্র উপাখ্যান।
বয়ে যাওয়া স্রোত
বিনিদ্র রাত
অবহেলা, অবহেলা আর অবহেলা।

Le Poète de la réalité

Quazi Sifat

Le poète s'en allait cueillir
Des fleurs des souvenirs

Il rêve en marchant
D'un monde se révoltant
Pour l'égalité
Qui pour lui n'a jamais existé

Il combat consciencieusement
Pour avoir réellement
Une preuve d'égalité
Existant dans le monde entier

Une promesse

Murielle Beckers

Je voudrais être un oiseau
Pour m'envoler vers un monde merveilleux
Où la vie serait celle que l'on a
Toujours imaginée.

Malheureusement, ce n'est qu'un rêve.
Mais le plus beau cadeau que
La vie m'ait offerte ces derniers temps,
C'est d'avoir eu l'immense joie et privilège
De faire ta connaissance.

Alors, je voudrais être un oiseau
Pour m'envoler jusqu'à toi
Et te montrer à quel point
Tu comptes pour moi.

Aujourd'hui et jusqu'à la fin,
Notre amitié ne s'éteindra jamais.
Nous serons toujours là
L'un pour l'autre pour surmonter
Tous les obstacles que la Vie
A mis au travers de notre route
Telle est notre promesse.

Fleurir la terre

Karima

Symbole de la dignité,
Loin de ses flammes de l'enfer
Le mal est éloigné,
Le bien est approché du cœur
Cette ressemblance, d'une rose blanche
Cette beauté de paix, émerveille le monde
Comme une petite, jeune fille vivante.

L'espérance révèle,
Ce petit cœur riche de trésors
De ce jour de paradis, paradis sur terre
Le rassemblement, la fraternité sur terre.

Peut être un jour, on va enrichir de tolérance
Avec la récolte, d'amour et d'affection
Offrir pour ce monde, l'éclaire de jeunesse
Gagner dans mes rêves,
Cette variété d'espérance.
Eloigner de mes pensées,
Ce sang de mes souffrances
Ce sang de souffrances,
Je le transforme en amour.

Suite à une cause indépendante de notre volonté, un poème est publié de nouveau dans ce numéro. Cependant, dès le prochain numéro, nous avons décidé de republier un article dans chaque publication à l'occasion du dixième anniversaire du journal. Le nom de cette colonne sera 'Regard vers le passé'. Dans le prochain journal, vous allez donc retrouver un article qui a été publié dans le premier numéro de ce journal.

ভুলবশতঃ এ সংখ্যায় একটি কবিতা পুনঃমুদ্রিত হলো। তবে পত্রিকার দশ বছর উদযাপন উপলক্ষে পরবর্তি সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যায় আমরা পুরাতন সংখ্যার একটি লেখা আবার ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কলামটির নাম হবে 'পিছে ফেরা'। সুতরাং পরবর্তি সংখ্যায় আমরা আমাদের প্রথম সংস্করণ থেকে একটি লেখা প্রকাশ করবো।